Sanatan Dharma

ধর্ম কাকে বলে বা ধর্ম কি ???

পানিনি ব্যাকরণ মতে "ধৃ" ধাতু থেকে "ধর্ম" শব্দটি এসেছে , আর "ধৃ" শব্দটির অর্থ হলো " ধারণ করা " l অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে যিনি সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছেন তিনিই একমাত্র স্বয়ং "ধর্ম " স্বরূপ l আর বেদান্ত মতে "ব্রহ্ম-ই " একমাত্র অনন্ত ব্রম্ভান্ডকে স্বয়ং ধারণ করে রেখেছেন , তাই বেদান্ত মতে "ব্রহ্ম-ই " একমাত্র স্বয়ং "ধর্ম " স্বরূপ l অন্য কেহ নহে l
তাহলে আমরা বেদান্ত থেকে জানলাম যে -- "ব্রহ্ম-ই " একমাত্র স্বয়ং "ধর্ম " স্বরূপ l অন্য কেহ নহে l আর এই "ব্রহ্মকে " জানা বা পাওয়া কেই শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মস্থিতি বলে , আর এই "ব্রহ্মকে " জানা বা পাওয়া এর জন্যে শাস্ত্রানুসারে যে আচরণ -তাকেই একমাত্র "ধর্মাচরণ" বলে
.ধর্ম লাভের উদ্দেশ্য কি ???
উত্তর :-
1.শাস্ত্রানুসারে তিন স্তর যথা:- 1.ধর্ম আচরণ 2.সাধনা 3.নির্বীজ সমাধি বা সম্যক সমাধি পার করে স্বয়ং"ধর্ম " স্বরূপ "ব্রহ্মকে "জানা বা পাওয়া যায় বা লীন / যুক্ত হওয়া যায় l
2.স্বয়ং"ধর্ম " স্বরূপ "ব্রহ্মকে "জানা বা পাওয়া বা লীন / যুক্ত হওয়ার পর মানুষ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থীতি লাভ করে l
3.শাস্ত্রে বলেছে "পূর্ণধর্মলাভ" = ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থীতি লাভ অবস্থাকেই সিদ্ধিপুরুষ বা মহাপুরুষ বা ব্রহ্মজ্ঞানী অবস্থা বলে ।
4. ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থীতি ব্যতিত সম্যক মোক্ষ সম্ভব নয়- এই অনুসারে "পূর্ণধর্মলাভ" = ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থীতি লাভ হওয়া মাত্র "পূর্ণমোক্ষ" বা "পূর্ণমুক্তি" লাভ হয় l
৫.অষ্টাদশ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়
6. রিপু যন্ত্রনা থেকে পূর্ণমুক্তি লাভ হয়
7.16 প্রকারের দোষ এর পূর্ণমুক্তি লাভ হয় এবং পূর্ণসিদ্ধিপুরুষ বা পূর্ণমুক্তপুরুষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়
8. জন্ম-মৃত্যু এর যে বাধ্যতামূলক যে চক্র তার থেকে পূর্ণমুক্তি লাভ হয়
9. ইষ্টদেব এর সাক্ষাৎ দর্শন ও ইষ্টদেব এর সঙ্গে চিরকালের জন্যে যুক্ত হওয়া যায়
10.জ্ঞানমার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও অচ্যুত ব্রহ্মজ্ঞান এ ব্রাহ্মীস্থীতি লাভ স্থিতি হয়
11 ভক্তিমার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও অচ্যুত ভাবে ভগবানে পূর্ণ ভক্তি স্থিতি হয়
12.কর্মমার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও নিষ্কামকর্ম যোগের পূর্ণতা লাভ হয়
13.যোগমার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও ধর্মসমাধি লাভ হয়
14.তন্ত্রমার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও দিব্যাচার গতি প্রাপ্ত হয়
15.সেবামার্গের পূর্ণ ও সর্ব শেষে প্রাপ্তি হয় ও পঞ্চভাব ই সৎগতির পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়

16.ভগবানের নিত্যলীলাতে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়
17.ভগবানের সিঙ্গারসাধনের পূর্ণ যোগ্যতা লাভ হয়
18.শিব জ্ঞানে জীব সেবা করার যে যোগ্যতা তা পূর্ণরূপে লাভ হয়
19. সমস্থ সংস্কার ও বিকার এবং দ্বন্দ থেকে চিরকালের জন্যে পূর্ণমুক্তি লাভ হয়
20 সদা-সর্বদা দেহাতীত অবস্থায় থাকা সম্ভব হয়
21.সুখ-দুঃখ , শীত-গ্রীষ্ম , লাভ-ক্ষতি , জয়-পরাজয় , সম্মান-অপমান , প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে...ইত্যাদিতে সমজ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে -সর্ব দ্বন্দ থেকে চিরকালের জন্যে পূর্ণমুক্তি লাভ হয়
22.বাকসিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ হয়
23.তার সর্ব সংকল্প মুহুতে সিদ্ধ বা পূর্ণ হয়
24.কোনো নারী বা পুরুষ বা দেব বা অসুর বা পশু বা ভুত-পিশাচ কেউই তাকে কোনো ভাবেই দমন করতে পারে না
25.সর্বজ্ঞাতা শক্তি লাভ হয়
26.আন্তর্জামিত্ম শক্তি লাভ হয়
27. একসঙ্গে বহু শরীর বহু স্থানে একই সঙ্গে ধারণ ক্ষমতা লাভ হয়
28. তার প্রতিটি কাজ লোকে কল্যাণকারী হয় - কারণ সে সর্বদা জন্যে মঙ্গলস্থীতি প্রাপ্তি হয়েছেন - তার দ্বারা কোনো কারণেই কখনোই কোনো অমঙ্গল হতে পারে না
29.তার কোনো আশীর্বাদ মিথ্যা হয় না - তা পূর্ণ অবশ্যই হয়
30.তিনি যে কোনো শুদ্ধ আধারের লোক কে মুক্তির পথ দিতে সমর্থ
31.অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ হয়
32. তিনি যে কোনো লোকে যে কোনো সময় ইচা মাত্র যেতে পারেন
ধর্ম লাভের যার কত কথা বলবো -এটা শেষে হবার নয় তাই মূল কিছু কথা বললাম মাত্র

ধর্ম আচরণ, ধর্ম কাকে বলে, উদ্দেশ , কারণ , পথ , কেন ধর্ম পথে চলবো -- এইসব তো বুঝলাম !!!!!,
কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে কতদিন ধর্ম আচরণ করলে আমাদের ধর্ম পথে ধীরে ধীরে স্থিতি হইবে --
এর সময়সীমা কিছু শাস্ত্রে আছে কি ????
উত্তর :-
শাস্ত্রে এর উত্তর আছে -
1. 12 বৎসর দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ করলে - ধর্ম পথে অধম স্থিতি হয়
2. 24 বৎসর দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ করলে - ধর্ম পথে মধ্যম স্থিতি হয়
3. 36 বৎসর দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ করলে - ধর্ম পথে উত্তম স্থিতি হয়
4. যত দিন না পর্যন্ত নির্বীজ সমাধি হয় ততদিন দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ করলে- ধর্মে পূর্ণতম উচ্চকোটি অচ্যুত স্থিতি হয়

শাস্ত্রানুসারে কোনো "কর্মই বা ধর্ম আচরণ বা গুরুসেবা বা সাধনা বা যেটাই " হোক না কেন "সর্বনিম্ন কমপক্ষে 12 বৎসর" দৃঢ় ভাবে না করলে সেটাতে অধম স্থিতিও ধরা হয় না বা তার বিশেষ কোনো স্থিতিরূপি ফল উৎপন্ন হয় না (এখানে জন্মন্তরিন সাধক ব্যতিক্রমীদের বলা হচ্ছে না) l
যে কেহ যদি কোনে আচরন বিধি এভাবে 12 বৎসর দৃঢ় ভাবে পালন করে তাহলে স্বয়ং প্রকৃতি বা সাক্ষাত ঈশ্বর উনার ওই সংযম রুপী সাধনাকে আরো পূর্ণ হতে সহায়তা করেন । কিন্তু প্রথম 12 বৎসর দৃঢ় ভাবে পালন নিজেকে অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাতেও করতে হবে , তারপর

গুরু বা ঈশ্বর শক্তি তাকে আরো উচ্চস্থিতিতে যেতে সহায়তা করেন। "সর্বনিম্ন কমপক্ষে একটানা 12 বৎসর" দৃঢ় ভাবে না পালন করতে পারলে বা খণ্ডিত হলে তাকে ধরা হয় না l আমি 6 মাস বা 2 বৎসর দৃঢ় ভাবে পালন করলাম তারপর কোনো কারণে খণ্ডিত হলো আবার আমি পরে শুরু করলাম -সেই ক্ষেত্রে আবার যখন শুরু করা হবে তখন থেকে আবার 12 বৎসর দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ পালন ধরতে হবে।

ধর্ম আচরণ খণ্ডিত রুপি পতন এর ভয় ততদিন পর্যন্ত থাকা দরকার যতদিন না পর্যন্ত নির্বীজ সমাধি না হয়। তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্বীজ সমাধি-অচ্যুতস্থিতি না হয় ততদিন পর্যন্ত গুরু বা ঈশ্বর শক্তির সহায়তা থাকলেও নিজেকে দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ করা অতি আবশ্যক। জীবনে মাত্র একবার নির্বীজ সমাধি লাভ করতে পারলে বা হলে যার কোনোদিন ধর্ম পথে চ্যুত হবার ভয় থাকে না কারণ তখন অচ্যুত অভয়পদরূপী ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। তাই শুভ কাজ দেরি না করে আসুন আমরা সবাই আজ হতেই দৃঢ় ভাবে ধর্ম আচরণ শুরু করি এবং আমাদের ধর্মপথে যাত্রা শুরু হোক।